

## বিশেষ সাক্ষাৎকারে ড. রেজা কিবরিয়া সরকারি সব সংস্থার ভেতর গ্রেনেড হামলাকারীদের লোক আছে

রাজনৈতিক দর্শনের পার্থক্যের জন্যই শাহ এ এম এস কিবরিয়াকে গ্রেনেড হামলায় জীবন দিতে হয়েছে। সরকার যেভাবে চাইছে সেভাবে এই সন্ত্রাসী হামলার তদন্তে কোনো ফল আসবে না। যারা এসব বোমা-গ্রেনেড আক্রমণ করছে তাদের দল খুবই শক্তিশালী। সরকারি সব সংস্থার ভেতরই তাদের লোক আছে। এ জন্যই তদন্তের ব্যাপারে বিদেশী সংস্থার ওপর আমাদের বেশি আস্থা। আমরা স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত চাই। প্রথম আলোর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে গ্রেনেড হামলায় নিহত সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ছেলে ড. রেজা কিবরিয়া এসব কথা বলেন। গত রোববার তাদের ধানমন্ডির বাসভবনে এ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

রেজা কিবরিয়া মনে করেন, বর্তমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে রেহাই পেতে প্রত্যেক নাগরিককে অবস্থান নিতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি মনে করেন, দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমান ধারার রাজনীতি বর্জন করা অপরিহার্য।

ড. রেজা কিবরিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের হয়ে কুয়েতের বাজেট সংস্কারের কাজ করছেন। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। এখানে সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত প্রকাশিত হলো।

প্রথম আলো : আপনাদের পরিবার এক ভীষণ যন্ত্রণা ও বেদনার সময় অতিক্রম করছে। আমরা প্রথম আলোর সবাই এই বেদনার অংশীদার। জনাব কিবরিয়া আমাদের একজন সুহৃদ ছিলেন। আপনার বাবার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে কীভাবে দেখছেন? এর পেছনে কি কারণ আছে বলে মনে করেন?

রেজা কিবরিয়া : কারণ কি থাকতে পারে তা আমরা বুঝতে পারছি না। তিনি এলাকায় খুব জনপ্রিয় ছিলেন। লেখালেখিতে তিনি বিভিন্ন সময় বর্তমান সরকারের অনেক নীতির সমালোচনা করেছেন। আর তা ছাড়া তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং এটা তো এখানে এখন আপত্তিকর পরিচয়। জনপ্রিয়তা, সরকারের সমালোচনা এবং মুক্তিযোদ্ধা- এই তিনটি কারণ বর্তমান বাংলাদেশে কারো ওপর গ্রেনেড হামলার জন্য যথেষ্ট।

প্রথম আলো : দেশ-বিদেশের মানুষ এই সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন, বিচার চেয়েছেন। আপনারা কেন মনে করছেন বর্তমান সরকারের পক্ষে সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়?

রেজা কিবরিয়া : এতগুলো বোমা ও গ্রেনেড হামলা হয়েছে তার কোনোটার সুষ্ঠু তদন্ত হয়েছে কি? পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি সরকার বানিয়েছে তাদের বিভিন্ন সংস্থার লোক নিয়ে। এ ধরনের তদন্ত আমাদের কাছে তো গ্রহণযোগ্য হবেই না, দেশের মানুষের কাছেও এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। অনেক বুদ্ধিমান মানুষ জোট সরকারে আছেন। কিন্তু এত বুদ্ধিমান লোক নিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারির মতো নির্বাচন করেও তারা ভেবেছিলেন পার পেয়ে যাবেন। দেশের মানুষ কিন্তু তা গ্রহণ করেনি। আমার মনে হয় এত বুদ্ধি থাকার পরও তারা আবার আরেকটা ভুল করতে যাচ্ছেন।

প্রথম আলো : *কিন্তু আপনার বাবা যে রাজনৈতিক দল করতেন, তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখনকার বোমা হামলাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত বা বিচার হয়নি। এর অর্থ কি রাজনৈতিক দলের সরকার কোথাও বাধা পাচ্ছে? কোথাও আটকে যাচ্ছে?*

রেজা কিবরিয়া : যারা এসব বোমা-গ্রেনেড আক্রমণ করছে তাদের দল খুবই শক্তিশালী। সরকারি সব সংস্থার ভেতরই তাদের লোক আছে। সরকারি সংস্থাসমূহে ভালো ও দক্ষ কর্মকর্তা যেমন আছেন, তেমনি ভিন্ন ধরনের মানুষও আছেন। এ জন্যই তদন্তের ব্যাপারে বিদেশী সংস্থার ওপর আমাদের বেশি আস্থা। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে বোমা হামলা হওয়ার পর সেদেশের পুলিশ এবং নিরাপত্তকর্মীরা তার তদন্ত করে। হয়তো ইন্দোনেশিয়ার পুলিশের মান আমাদের চেয়ে অনেকটা উন্নত। তা সত্ত্বেও এ দেশে একের পর এক ব্যর্থ হতে হবে, তা দেখতে হবে- এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। বিশেষ করে এই সরকারের আমলে সবক্ষেত্রে অদক্ষতা দেখা যাচ্ছে, এটা আমাদের হতাশ করছে।

আমার বাবার হত্যার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দর্শনের পার্থক্য একটা মূল কারণ বলে মনে করি। কারণ আমার বাবাকে সরিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে সরকারের মধ্যে কারো কারো সুবিধা হয়েছে। এটা আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি।

প্রথম আলো : *জনাব কিবরিয়া আহত হওয়ার পর আপনার মা কীভাবে খবর পেলেন? কতটা আহত হয়েছেন বলে জেনেছিলেন?*

রেজা কিবরিয়া : আমি এ ব্যাপারে ভালোমতো জানি না। তখন আমি দেশে ছিলাম না। আমি জানি, আমার বাবাকে হবিগঞ্জে সুচিকিৎসা দেওয়া হয়নি। গ্রেনেড হামলার পরের ঘটনাগুলো সবচেয়ে বেশি রহস্যজনক। সেখানে সরকারের কী ভূমিকা ছিল তা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন।

প্রথম আলো : *সরকারের কার সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ হয়েছিল? অথবা সরকারের পক্ষ থেকে কেউ আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল?*

রেজা কিবরিয়া : আমাদের বাসায় ল্যান্ড ও মোবাইলসহ পাঁচটি ফোন ছিল। একটি ফোনেও সরকারের কেউ ফোন করেননি। সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের যে কথা বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা ছোটখাটো মিথ্যা না বলে বড় মিথ্যা বলছেন, এটাই বুদ্ধিমানের কাজ। হবিগঞ্জের কাছে সিলেট সেনানিবাস ছিল, তাদের নিশ্চয় হেলিকপ্টার আছে। আর সেখানে মেডিকেল সুবিধাও আছে। ইচ্ছে করলে চিকিৎসার জন্য তাকে সেখানেও নেওয়া যেত।

প্রথম আলো : *সরকারের কেউ আপনাদের বাসায় আসেনি। টেলিফোনেও কেউ সমবেদনা জানাননি?*

রেজা কিবরিয়া : সরকারের পক্ষ থেকে কেউ কোনো যোগাযোগ করেনি। স্পিকারের পিএ জানাজার ব্যাপারে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন। স্পিকারের দায়িত্বজ্ঞান ও ভদ্রতা সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করতে পারি। তিনি আমার বাবাকে বারডেমে নেওয়ার পর দেখতে যাওয়ার উদ্যোগ নেননি। হেলিকপ্টার পাঠিয়ে চিকিৎসার জন্য দ্রুত আনার কোনো ব্যবস্থা নেননি। আমার বাবার নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেননি। বাংলাদেশের সংসদের স্পিকার বিষয়টা আমি বুঝি না। আমার ইংরেজি জ্ঞানের ত্রুটি থাকার জন্য এটা হতে পারে। তবে অন্য দেশে স্পিকার বলতে ওই সব দেশের সাংসদের স্পিকারই বোঝায়। কিন্তু বাংলাদেশে মনে হচ্ছে, বিএনপির একজন স্পিকার আছে, আওয়ামী লীগের কোনো স্পিকার নেই। তার সংবাদ সম্মেলন টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছে। তাতে তিনি নিজেকেই উল্লেখিত করেছেন। আমার মা কি বলেছেন এবং সে বিষয়ে তিনি কি বলেছেন দেশবাসী এখন জানে। এই ভদ্রলোক কি ধরনের লোক, দায়িত্বজ্ঞান তার কতটা- তা আমরা সবাই দেখতে পেয়েছি।

প্রথম আলো : *কারা জনাব কিবরিয়ার ওপর হামলা করেছে বলে মনে করেন? তার ওপর হামলা হতে পারে, এমন আশঙ্কা কি তিনি কখনো প্রকাশ করেছিলেন?*

রেজা কিবরিয়া : আমার বাবা যে ধরনের মানুষ ছিলেন এবং যে ধরনের রাজনীতি করতেন তাতে তার কোনো ব্যক্তিগত শত্রু ছিল না। তিনি যখন কোনো কিছু লিখতেন তখন তা নীতির বিষয়ে, কারো ওপর ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতেন না। তার যে জীবনাচরণ, তাতে তিনি আশা করেননি, তার ব্যক্তিগত শত্রু তৈরি হতে পারে।

প্রথম আলো : *২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে শেখ হাসিনার ওপর হামলার চেষ্টার পরও কি আপনি বাবাকে সতর্ক করেননি?*

রেজা কিবরিয়া : আমরা সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকতাম। বিশেষ করে যখন তিনি হবিগঞ্জ সফরে যেতেন, ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার মা দুশ্চিন্তায় থাকতেন। কিন্তু সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। হবিগঞ্জের কাজে, হবিগঞ্জের মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখার বিষয়টি তার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

প্রথম আলো : এই সন্ত্রাস আতঙ্কের দমবন্ধ পরিস্থিতিতে তাহলে পথ কি?

রেজা কিবরিয়া : সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। প্রত্যেক নাগরিককে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং একটা অবস্থান নিতে হবে। যে যেখানে থাকুন, সরকারি চাকরিজীবী হোন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকুন কিংবা ব্যবসায়ী হোন; যারা ছাত্রলীগ কিংবা ছাত্রদল করেন সবারই চিন্তা করা প্রয়োজন আমরা কি ধরনের দেশ চাই। যারা বর্তমান ধারার রাজনীতিতে নিজেদের গড়ে তুলেছে তাদের বর্জন করাটা আমাদের দেশের জন্য, দেশের ভবিষ্যতের জন্য খুবই অপরিহার্য।

প্রথম আলো : আপনাদের পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খুনিদের খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আপনারা সুস্তি পাবেন না। কীভাবে খুঁজে বের করবেন খুনিদের? সরকার সহায়তা না দিলে কীভাবে এটা সম্ভব?

রেজা কিবরিয়া : এই মুহূর্তে সবকিছু বলতে চাই না। আমরা যে ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা করছি তা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। আমি মনে করি, আমরা সফল হব। তবে এ জন্য কত দিন সময় লাগবে তা আমরা জানি না।

প্রথম আলো : সরকার এফবিআই, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ও ইন্টারপোলের সহায়তা চেয়েছে। এটা কি খুনিদের খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে বলে মনে করেন?

রেজা কিবরিয়া : সরকার যেভাবে চাইছে সেভাবে এই তদন্তে কোনো ফল আসবে না। কেননা, এভাবে তদন্ত তারা আগে থেকে ম্যানেজ করে নিতে পারে। দুজন বিদেশীকে এনে দেশটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে সরকার বিদায় করে দিতে পারে। আর সরকার যেভাবে চাইছে তাতে আমরা উৎসাহিত হয়ে যাব, এটা ভাবা বোকামি। আমরা বলেছি, স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত চাই। এ তদন্তের ব্যবস্থাপনাতেও থাকবে আন্তর্জাতিক সংস্থা। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স অথবা অস্ট্রেলিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার কথা ভাবছি। তারা অত্যন্ত দক্ষ এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর। তবে শেষ পর্যন্ত সরকার কাকে আহ্বান করবেন জানি না। আমাদের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র আছেন যারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন বলে আশা করি।

প্রথম আলো : আপনার বাবার বর্ণাঢ্য জীবন ছিল। কৃতি শিক্ষার্থী, সফল কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন তিনি। বাবার মতো জীবন কি আপনাকে টানে? অর্থাৎ আপনি বা আপনাদের পরিবারের কেউ কি রাজনীতিতে আসবেন?

রেজা কিবরিয়া : এই মুহূর্তে এ ধরনের কোনো চিন্তা আমার নেই। আমার মূল উদ্দেশ্য হলো আমার বাবার হত্যার তদন্ত এবং বিচার। ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।

আমার বাবা শুধু রাজনীতিবিদ নন, কূটনীতিক হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। অর্থনীতিবিদ হিসেবে এবং জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবেও তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। প্রথম জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তবে আমার বাবা এ দেশের সংবাদপত্রে অবদান রাখতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। আশা করি, সাংবাদিকরা আমার বাবার হত্যার তদন্ত এবং বিচারের দাবি জাগিয়ে রাখবেন। তিনি সংবাদপত্রে লিখে সবচেয়ে আনন্দ পেতেন। প্রথম লেখা প্রকাশের পর তিনি দেড় হাজার টাকা সম্মানী পেলেন। তখন তিনি জাতিসংঘ থেকে অবসর ভাতা পান। কিন্তু সেই দেড় হাজার টাকা দিয়ে আমার মায়ের জন্য একটা সুতি শাড়ি বাবা কিনেছিলেন। সাংবাদিকতার প্রতি তার যে অঙ্গীকার ছিল, এ দেশের সাংবাদিক সমাজ তার প্রতি সম্মান দেখাবেন বলে আশা করি।

সাক্ষাৎকারটি প্রথম আলোয় ১ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত

আরো পড়ুন (মুক্ত-মনায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী):

- [মুদুভাষনের সময় শেষ হয়ে গেছে : মুত্তাসীর মামুন](#)
- [বাংলাদেশ কি জঙ্গী মৌলবাদী রাষ্ট্র? গোলাম মোর্তজা](#)
- [কোন দেশপ্রেমিককে বাঁচতে দেওয়া হবে না : আবেদ খান](#)
- [এই দেশ এই জনপদ : নন্দিনী হোসেন](#)
- [দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর : অভিজিৎ রায়](#)
- [বাজার অর্থনীতি ও দারিদ্র বিমোচন : শাহ এ এম এস কিবরিয়ার শেষ লেখা](#)

Visit: [www.mukto-mona.com](http://www.mukto-mona.com)